রামায়ণম্

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যে আদি কবি হলেন মহর্ষি বাল্মীকি। আর আদিকাব্য বলতে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ মহাকাব্যকেই বোঝায়। বাল্মীকির পিতার নাম চ্যবন মুনি এবং পিতামহের নাম ভৃগু। রামায়ণকে মহাকাব্য ছাড়াও ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির দ্বারাও অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এপিককে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন- Epic of Growth এবং Epic of art. অর্থাৎ প্রথমটি হল সাহিত্যিক মহাকাব্য, দ্বিতীয়টি কলাত্মক মহাকাব্য। রামায়ণ মহাকাব্যটি একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যেরই নিদর্শন। 'রামায়ণ' শব্দের অর্থ হল রামচরিত বা রামসম্পর্কিত কাহিনী। রামায়ণে সূর্যবংশের কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে।

রত্নাকরের দস্যুবৃত্তি, জপের দ্বারা পাপক্ষলন, দীর্ঘ তপস্যা, কঠোর তপস্যা আচরণের ফলে বল্মীকে অর্থাৎ উইঢিবিতে পরিণত হওয়া প্রভৃতি কিংবদন্তীকে পণ্ডিতগণ পরবর্তী কালের সংযোজন বলে মনে করে। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, ব্যাধের শরাঘাতে নিহত ক্রৌঞ্চের বিরহে ক্রৌঞ্চবধূর করুণ ক্রন্দন শুনে ব্যাধের প্রতি বাল্মীকির মুখ থেকে কঠোর অভিশাপ বাণী উচ্চারিত হয়-

"मा निषाद् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
यत् क्रौञ्चमिथुनादेकवधीः काममोहितम्।।"(बालकाण्डम्, २.१५)

তা শুনে ব্রহ্মার আদেশে মহর্ষি নারদ বাল্মীকিকে অনুষ্টুপ্ ছন্দে রামায়ণ রচনা করার নির্দেশ দেন।

রামায়ণের ক্রম— রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। কাণ্ডগুলি হল– ১. বালকাণ্ড বা আদিকাণ্ড ২. অযোধ্যাকাণ্ড ৩. অরণ্যকাণ্ড ৪. কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৫. সুন্দরকাণ্ড ৬. যুদ্ধকাণ্ড বা লঙ্কাকাণ্ড ৭. উত্তরকাণ্ড।

রামায়ণের সাতটি কাণ্ড আবার ৫০০ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। রামায়ণের মোট শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০। রামায়ণের দুই হাজারের অধিক হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গেছে। ম্যাকেডানাল সাহেব পাঠভেদ অনুসারে পুঁথিগুলিকে তিনটি সংস্করণে বিভক্ত করেছে–

১. পশ্চিম ভারতীয় বা কাশ্মীরী সংস্করণ
২. বঙ্গদেশীয় বা গৌড়ীয় সংস্করণ
৩. দক্ষিণী বা দক্ষিণ-ভারতীয় সংস্করণ

এই সংস্করণগুলিতে শ্লোকের ক্রম, সংখ্যা ও পাঠে পারস্পরিক ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

যোগবাশিষ্ঠ বা মহারামায়ণ (অদ্বৈত গ্রন্থ)

6 টি ~~খণ্ড~~ প্রকরণ

- → বৈরাগ্য প্রকরণ (33 সর্গ)
- → মুমুক্ষু-ব্যবহার প্রকরণ (20 সর্গ)
- → উৎপত্তি প্রকরণ (122 সর্গ)
- → স্থিতি প্রকরণ (62 সর্গ)
- → উপশম প্রকরণ (93 সর্গ)
- → নির্বাণ প্রকরণ (344 সর্গ)

মোট শ্লোক সংখ্যা = 27687

চম্পূকাব্য

1) ভোজ	রামায়ণচম্পূ
2) বেঙ্কটাধ্বরি	উত্তরচম্পূ
3) অনন্তভট্ট	রামকথা
4) লক্ষ্মণভট্ট	চম্পূরামায়ণম্

অন্যভাষায় রামায়ণ

1) তুলসীদাস	রামচরিতমানস
2) কেশবদাস	রামচন্দ্রিকা
3) মৌলিথীমারনপুত্ত	আনন্দ মহাকাব্যম্
4) অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়	বৈদেহী-বনবাস

5) বৌদ্ধগ্রন্থ — দশরথজাতক

জৈনগ্রন্থ — পউমচরিঅ [বিমলসূরি]

রামায়ণের নামান্তর— 'চতুর্বিংশতি সাহস্রী সংহিতা', 'আদিকাব্য', 'আর্ষকাব্য', 'উপজীব্যকাব্য', 'বিকাশশীলমহাকাব্য', 'রামায়ণ সংহিতা', 'রামচরিত', 'সীতাচরিত', 'রঘুবীরচরিত', 'রঘুবংশচরিত', 'পৌলস্ত্যবধ', 'ভার্গবগীত'।

মুখ্য ও গৌণ রস— রামায়ণের প্রধান রস হল করুণরস। আনন্দবর্ধনও রামায়ণের মুখ্যরস করুণরসকেই স্বীকার করেছেন- 'রামায়ণে হি করুণো রসঃ...'। গৌণরসগুলি হল বীররস, শৃঙ্গাররস ও শান্তরস।

রামায়ণাশ্রিত অন্যান্য রামায়ণগ্রন্থ— 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'যোগবসিষ্ঠ রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'আনন্দ রামায়ণ', 'তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ', 'ভূশুণ্ডি রামায়ণ' ও 'মন্ত্র রামায়ণ'।

রামায়ণের মূল কাহিনীগুলি অপ্রচলিত অদ্ভুত ও বিচিত্র ধারায় পরিবেশন করার জন্য কাব্যটি 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিংবদন্তী অনুসারে এটিকে বাল্মীকির রচনা বলেই মনে করা হয়। এই গ্রন্থটি ২৭ টি কাণ্ডে বিভক্ত।

'যোগবশিষ্ঠ' বা 'মহারামায়ণ' সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার রচনা। এতে ছয়টি প্রকরণ আছে— ১. বৈরাগ্যপ্রকরণ (৩৩ সর্গ) ২. মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ (২০ সর্গ) ৩. উৎপত্তি প্রকরণ (১২২ সর্গ) ৪. স্থিতি প্রকরণ (৬২ সর্গ) ৫. উপশম প্রকরণ (৯৩ সর্গ) ৬. নির্বাণপ্রকরণ (৩৪৪ সর্গ)। এই রামায়ণে মোট শ্লোকসংখ্যা ২৭৬৮৭ টি। এই গ্রন্থটিও বাল্মীকির নামে প্রচলিত।

রামায়ণাশ্রিত অন্যান্য গ্রন্থ—

কাব্যগ্রন্থ- মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম্', কুমারদাসের 'জানকীহরণম্', প্রবরসেনের 'সেতুবন্ধ', মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের 'রামায়ণমঞ্জরী', ভট্টির 'ভট্টিকাব্য'।

নাটক- মহাকবি ভাসের 'অভিষেকনাটক' ও 'প্রতিমানাটক', মহাকবিভবভূতির 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত', মুরারির 'অনর্ঘরাঘবম্', রাজশেখরের 'বালরামায়ণম্', দিঙ্নাগের 'কুন্দমালা', জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘবম্', শক্তিভদ্রের 'আশ্চর্যচূড়ামণি', দামোদরমিশ্রের 'হনুমান্নাটকম্'।

চম্পূকাব্য- ভোজের 'রামায়ণচম্পূ', বেঙ্কটাধ্বরির 'উত্তরচম্পূ', অনন্তভট্টের 'রামকথা', লক্ষ্মণভট্টের 'চম্পূরামায়ণম্'।

অন্যভারতীয়ভাষায় রামায়ণের প্রভাব- মহাকবি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস', কেশবদাসের 'রামচন্দ্রিকা', মৈথিলীশরণগুপ্তের 'সাকেতমহাকাব্যম্', অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়ের 'বৈদেহীবনবাস'।

অন্যগ্রন্থ- বৌদ্ধগ্রন্থ 'দশরথজাতক', জৈনগ্রন্থ বিমলসূরির 'পউমচরিঅ'।

টীকাকার	টীকার নাম
1. রামানুজ	রামানুজীয়
2. বিদ্যানাথ - দীক্ষিত	রামায়ণ - দীপিকা
3. বেঙ্কট - কৃষ্ণাধ্বরী	সর্বার্থসার
4. যোগী মহেশ্বরতীর্থ	রামায়ণ - তত্ত্বদীপিকা
5. ঈশ্বর দীক্ষিত	বৃহদ্বিবরণ ও লঘুবিবরণ
6. গোবিন্দরাজ	রামায়ণভূষণ
7. মাধবযোগী	রামায়ণ - কতক
8. নাগোজীভট্ট	তিলক
9. শিবসহায় ও ত্র্যম্বকমখী	শিরোমণি
10. লোকনাথ চক্রবর্তী	মনোহরা
11. ত্র্যম্বক মখী	ধর্মাকূত
12. শ্রীকণ্ঠযোগীন্দ্র	অমৃত

রামায়ণের টীকা ও টীকাকার— রামানুজের 'রামানুজীয়' টীকা, বিদ্যানাথ দীক্ষিতের 'রামায়ণ দীপিকা', বেঙ্কট কৃষ্ণাধ্বরীর 'সর্বার্থসার', যোগী মহেশ্বরতীর্থের 'রামায়ণ তত্ত্বদীপিকা', ঈশ্বর দীক্ষিতের 'বৃহদ্বিবরণ' ও 'লঘুবিবরণ', গোবিন্দরাজের 'রামায়ণভূষণ', মাধবযোগীর 'রামায়ণকতক' টীকা, নাগেশভট্টের 'তিলক' টীকা, শিবসহায় ও বংশধর নামক পণ্ডিতদ্বয়ের সম্মিলিত 'শরোমণি' টীকা, লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর 'মনোহরা' টীকা, ত্র্যম্বক মখীর 'ধর্মকূত' টীকা, শ্রীকতকযোগীন্দ্রর 'অমৃত' টীক।

রামায়ণের রচনাকাল— পণ্ডিতদের মতে বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের পূর্বেই রামায়ণের রচনা হয়েছিল। তাই বিদ্বানরা রামায়ণের রচনাকালকে ৫০০ বি.সি পূর্বেই স্বীকার করেন।

কাণ্ড অনুযায়ী রামায়ণের বিশিষ্ট বৃত্তান্তগুলির পরিচয়—***

বালকাণ্ড– ঋষ্যশৃঙ্গাখ্যান(১০সর্গ থেকে ১৫ সর্গ), গঙ্গাবতরণাখ্যান(৩৫ থেকে ৪৪ সর্গ), মরুতদের উৎপত্ত্যাখ্যান(৪৬ থেকে ৪৭ সর্গ), অহল্যোধ্যারাখ্যান(৪৯ সর্গ), শুনঃশেপাখ্যান বা হরিশ্চন্দোপাখ্যান (৬২ সর্গ), বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষণের গমন, তাড়কাবধ, কার্তিকেয়র জন্ম, সগররাজার উপাখ্যান, ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণলাভ, হরধনুভঙ্গ, রামাদির বিবাহ, পরশুরামের তেজোহরণ।

অযোধ্যাকাণ্ড– দশরথের অভিলাষ, রামের অভিষেকের আয়োজন, মনথরার মন্ত্রণা, কৈকেয়ীর নির্বন্ধ, দশরথের সত্যপাশ, রামের পিতৃসত্যগ্রহণ, সীতার সংকল্প, রামের বনযাত্রা, দশরথ ও কৌশল্যার পুত্রবিরহ, সুমন্ত্রের বার্তা, দশরথের মৃত্যু, ভরতের ক্ষোভ, ভরতের রাজ্যপ্রত্যাখ্যান, রাম-ভরত মিলন, জাবালি-বশিষ্ঠ সংবাদ।

অরণ্যকাণ্ড– দণ্ডকারণ্যে বিরাট বধ, রাবণ-মারীচ সংবাদ, মায়া মৃগ মারীচ বধ, সীতাহরণ, জটায়ুর মৃত্যু, শবরীর ইষ্টলাভ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড– লক্ষণ-হনুমান সংবাদ, রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রী, বালী-সুগ্রীবের বিরোধের ইতিহাস, সপ্তশাল ভেদ, বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ, সুগ্রীবের রাজ্যলাভ, বর্ষা ঋতু, শরৎ ঋতু, সুগ্রীবের সৈন্যসংগ্রহ, সীতা অন্বেষণের উদ্যোগ, সাগর লঙ্ঘনের উপক্রম।

সুন্দরকাণ্ড– হনুমানের সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কাপুরী রাবণের ভবন ও অশোকবনের বর্ণনা, ত্রিজটার স্বপ্ন, সীতা-হনুমান সংবাদ, হনুমানের রাক্ষস সংহার, রাবণ সভায় হনুমান, বিভীষণের উপদেশ, লঙ্কাদাহ, হনুমানের প্রত্যাবর্তন, বানরসেনার মধুপান, হনুমান বার্তা।

যুদ্ধকাণ্ড– যুদ্ধযাত্রা, রাবণের মন্ত্রণা, বিভীষণের রামপক্ষে গমন, সেতুবন্ধন, রামের মায়ামুণ্ডু, মাল্যবানের উপদেশ, সুগ্রীব-রাবণের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, নাগপাশে রামলক্ষণ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, কুম্ভকর্ণবধ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ, হনুমানের ওষধি আনয়ন, মকরাক্ষবধ, মায়াসীতা, নিকুম্ভিলায় লক্ষণ ও বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ বধ, লক্ষণের শক্তিশেল, রাবণবধ, রাবণের অন্ত্যেষ্টি, বিভীষণের অভিষেক, সীতা প্রত্যাখ্যান, অগ্নিপরীক্ষা, রামের প্রত্যাবর্তন, ভরত-হনুমান সংবাদ, রামের অভিষেক, রামায়ণ মাহাত্ম্য।

উত্তরকাণ্ড– হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত, কার্তবীর্যার্জুনের কাহিনী, সীতার গর্ভলক্ষণ, সীতাবিসর্জন, রামের অশ্বমেধযজ্ঞ, কুশ ও লবের রামায়ণগান, সীতার রসাতলে প্রবেশ, রামের মহাপ্রস্থান ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ শ্লোক—

সীতার অগ্নিপরীক্ষার পরে ব্রহ্মা রামকে বলেন-

সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।

নারদ বাল্মীকিকে রামায়ণ বর্ণনা করে শেষে বলেন-

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্। যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (১.১.৯৮)

বাল্কীকির মুখ থেকে নিঃসৃত অভিশাপবাণী-

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ (১.২.১৫)

রাম সম্পর্কে রাবণকে সন্ন্যাসী মারীচ বলেছেন-

রামো বিগ্রহবান্ ধর্মঃ সাধুঃ সত্যপরাক্রমঃ। রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ॥ (৩.৩৭.১৩)

রাম সম্পর্কে নারদের উক্তি-

রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা। রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা॥ (১.১.১৩-১৪)

এটিও নারদের উক্তি-

সমুদ্র ইব গাম্ভির্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব। বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।

কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষমযা পৃথিবীসমঃ॥ (১.১.১৮)

সীতার প্রতি রামের বচন-

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্। ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ॥ (৩.১০.১৮-১৯)

রামানুজের মতে রামায়ণের সারতম শ্লোক এটি। বিভীষণকে আশ্রয়দানকালে রামের উক্তি-

Krishna Pada Paul.